কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

সনাতন ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠ

বেদ বিহিত ধর্মের নাম সনাতন। সনাতনই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম। সনাতন ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই, সৃষ্টির শুরু থেকেই সনাতন ধর্ম চলে আসছে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মানুষজন ছিলো বর্বর, অসভ্য, সেই সময়েই আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন চার্চা করেছেন। তা এখনকার মানুষের কাছেও বিস্ময়কর। পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশই বৈদিক শাস্ত্রের অভূতপূর্ব এই জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমরা ধীরে ধীরে এই বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে ত্যাগ করেছি। সনাতন সমাজে বিদ্যমান জন্মগত জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, নারী ও শূদ্রের বেদপাঠে অনধিকার প্রভৃতি কুসংস্কারের উৎস হল এসব পরবর্তীকালীন গ্রন্থ। যার ফলে বর্তমান প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে, এবং নিজেদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য কে ভুলে যাচ্ছে। তারা কখনো কখনো অর্থ বা প্রেম-মোহের লোভে অন্য মতবাদকে আপন করে নিচ্ছে। তাই নিজের ধর্মকে যথার্থভাবে জানা ও বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে আপন করে নেওয়ার এখনই সময়। চলুন সনাতন ধর্ম নিয়ে কিছু তথ্য এবং প্রচলিত প্রশ্ন বা সংশয় দূর করা যাক।

১. ধর্মের ব্যাখ্যা এবং সনাতন।

ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র পবিত্র 'বেদ' এ পাওয়া যায়। ধর্ম হলো একটি সংস্কৃত শব্দ, যার উৎপত্তি সংস্কৃত ধাতু 'ধৃ' হতে, যার অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। অর্থাৎ, যে বস্তু/ব্যক্তি যে বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তাই ঐ বস্তু/ব্যক্তির ধর্ম। যেমন: আগুনের ধর্ম হলো প্রজ্জ্বলন, বরফের ধর্ম হলো শৈত্য। ঠিক তেমনভাবেই মানুষের ধর্ম হলো মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের মাঝে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। সনাতন শব্দটি হলো শাশ্বত, চিরন্তন, অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল। সনাতন কোনো জাতিবাচক শব্দ নয়; বরং প্রাণিমাত্রের ধর্মই হচ্ছে সনাতন। সনাতন, যা নতুন বা পুরাতন নয়, বরং শাশ্বত ও চিরন্তন, তাই সনাতন। যেমন: মূল প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মা। বুঝার স্বার্থে যেমন: চুম্বকের ধর্ম আকর্ষণ করা, তা পূর্বেও যেমন আকর্ষণ করত, বর্তমানেও তাই আছে, আর প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাই থাকবে। এমন নয় যে পূর্বে আকর্ষণ করত আর এখন করে না। সনাতন ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই, এটি আদিকাল থেকেই চলে আসছে। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর চারজন ঋষির হৃদয়ে বেদ প্রকাশ **[ঋগ্বেদ: ১০/৯০/৯]** করেন, যা বৈদিক সনাতন ধর্মের মূল আধার। বেদে যে ধর্মের বিবৃতি করা হয়েছে **[মনুস্মৃতি: ২/৬]**, তাকেই সনাতন ধর্ম বলে। সনাতন পরমব্রহ্ম প্রেরিত সনাতন বেদবাণী যে ধর্মের উৎস, সেটিই সনাতন। সনাতন ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি বেদের মাধ্যমে সকল মানবজাতিকে সনাতন ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন।

২. বেদ কী? এবং আমাদের সর্বোচ্চ শাস্ত্র ও ঈশ্বর প্রদত্ত গ্রন্থ কোনটি?

বেদ স্বয়ং ঈশ্বর প্রদত্ত একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনো মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট নয়। গীতা ৩।১৫-এ বলা হয়েছে, "বেদ স্বয়ং ঈশ্বর হতে প্রকাশিত"। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর চারজন ঋষির (অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা) হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন। "সেই পূজনীয় পরমেশ্বর থেকেই সর্ব পূজিত ঋগ্বেদ, সামবেদ উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকেই অথর্ববেদ উৎপন্ন হয়েছে, তাঁর থেকেই যজুর্বেদ উৎপন্ন হয়েছে" **[ঋগ্বেদ: ১০/৯০/৯]**। 'বেদ' সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং সর্বোচ্চ শাস্ত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। "নিজশক্ত্যাভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রমাণ্যম্।" **[সাংখ্য দর্শন ৫।৫১]** অর্থাৎ, ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বেদরূপে প্রকাশিত বলে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। **"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" বৈশেষিক দর্শন ১।১।৩]** অর্থাৎ, বেদ ঈশ্বরোক্ত বলেই তাতে সত্য বিদ্যা ও পক্ষপাতহীন ধর্মের প্রতিপাদন আছে। বেদ সর্বজনীন-সকল সময়, সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। বেদে কোনো ইতিহাস বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা নেই, যার দ্বারা বেদ সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে। **অথর্ববেদ ১০। ৮।৩২** বলছে, মানুষ নিকটবর্তী পরমাত্মাকে দেখেও না, তাঁকে ছাড়তেও পারে না। কিন্তু দেবগণ পরমাত্মার বেদরূপ কাব্যকে দেখেন। তা মরেও না, জীর্ণও হয় না।

৩. ধর্ম কি পরিবর্তন বা পরিত্যাগ করা সম্ভব?

ধর্ম অপরিত্যাজ্য ও অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ ধর্ম না পরিত্যাগ করা যায়, না পরিবর্তন করা যায়। এ জগতের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। সেরূপ, মনুষ্যেরও একটি ধর্ম রয়েছে, যা হলো সনাতন। অগ্নি যেমন দগ্ধ করার ধর্ম পরিবর্তন করে শীতল হতে পারে না, জল যেমন তার তরলত্ব পরিত্যাগ করে কঠিনতা ধারণ করতে পারে না, তেমনি মনুষ্যও তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে না। ধর্ম মাত্রই সনাতন। তবে মনুষ্য ধর্মচ্যুত হয়ে অধার্মিক হতে পারে। প্রলোভন, লোভ-লালসা কিংবা ভয়ভীতিতে ধর্ম ত্যাগ করা হলো ম্লেচ্ছের লক্ষণ, ধার্মিকের নয়। জগতের ধর্ম এক এবং সনাতন ধর্মই দিব্য, অর্থাৎ অপৌরুষেয় এবং যুগপৎভাবে সনাতন ধর্মই সত্য। ধর্মের সাথে Religion বা ism-এর পার্থক্য বিশাল। Religion বা ism হলো নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুনের সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ বা জীবনব্যবস্থা। সনাতন ধর্ম সর্বপ্রথম সকলকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপদেশ দেয়। পবিত্র বেদে বলা হয়েছে, **"মনুর্ভব" [ঋগ্বেদ ১০।৫৩।৬], অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হও।**

৪. সনাতন ধর্মে কি জাতপাত বা জাতিবৈষম্য রয়েছে?

বৈদিক সনাতন ধর্মে কোনো প্রকার অস্পৃশ্যতা বা জাতিভেদ নেই। 'জাতি' শব্দটির দ্বারা শ্রেণিভুক্তকরণ বোঝায়। প্রাণিদের যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তারা এক প্রজাতি থেকে ভিন্ন হয় এবং যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে একই প্রজাতির প্রাণীরা বুদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তাকে জাতি বলে। সনাতন ধর্মে রয়েছে বর্ণাশ্রম বা বর্ণব্যবস্থা, যা মনুষ্যের গুণ ও কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। গীতায় বলা হয়েছে, "আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চার বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছি" **[গীতা ৪।১৩]**। অর্থাৎ, বেদ এবং গীতায় কর্ম ও গুণগত বর্ণাশ্রমের কথা বলা হয়েছে, যা অনুসারে সবাই প্রাপ্য সামাজিক সম্মান পাবে। সুতরাং এখানে কোনো জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা বা বৈষম্য নেই। পাশাপাশি সকলকে মিলে একত্রে চলা, একত্রে আহার করা, এবং একত্রে চিন্তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র বেদ বলেছে, "তোমাদের পান একসঙ্গে হোক, ভোজনও একসঙ্গে হোক। তোমাদের একসঙ্গে একই প্রেমবন্ধনে যুক্ত করেছি" **[অথর্ববেদ: ৩/৩০/৬]**। "তোমরা সকলে ভাই ভাই, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়" **[ঋগ্বেদ ৫/৬০/৫]**।

৫. সনাতন ধর্মে কি সকলের উপনয়ন এবং বেদ-পাঠে অধিকার রয়েছে ?

মনুষ্যের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ১৬টি সংস্কারের বিধান রয়েছে। তার মধ্যে উপনয়ন সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। বৈদিক কর্মগত বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী এটি আবশ্যিক সংস্কার, যা নারী-পুরুষ বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এ বলা হয়েছে, "ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করার পর (বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক বিদ্যা লাভ করে) কুমারী কন্যা যৌবনকালে বিদ্বান পতিকে লাভ করবে" **[অথর্ববেদ ১১।৫।১৮]**। ব্রহ্মচর্য পালনের পূর্বশর্ত হলো উপনয়ন সংস্কার বা গায়ত্রী মন্ত্র দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ করা। সুতরাং বেদ অনুযায়ী নারীদেরও যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণে পূর্ণ অধিকার রয়েছে। একই সঙ্গে বেদপাঠেও বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। **যজুর্বেদ ২৬।২**-এ ঈশ্বর উপদেশ প্রদান করছেন, "হে মানবগণ! আমি যেভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য সমস্ত জনগণকে এই কল্যাণদায়িনী পবিত্র বেদবাণী উপদেশ করছি, তোমরাও তেমন করো।" বেদের এই মন্ত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে বেদপাঠে সবার, তথা নারী-পুরুষের অধিকার সমান। পরমেশ্বর আমাদের বেদবাণী দান করেছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য, বিশেষ কোনো জাতি বা ধর্মের জন্য নয়।

৬. সনাতন ধর্মে নারীদের অবস্থান কীরুপ?

বৈদিক সনাতন ধর্মে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য নেই। বেদে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং নারীদের বিশেষ মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে। নারীরা জ্ঞানবতী, গৃহে মুখ্য স্থানীয়া, ধৈর্যশালিনী, বক্তৃতাকারিণী ও শত্রুনাশিনী, সর্বভূতের কল্যাণদায়িনী এবং সর্ববিজয়া **[ঋগ্বেদ ১০।১৫৯।২; অথর্ববেদ ৩।২৮।৩]**। নারীর তেজ ও আয়ু পরমাত্মা প্রদত্ত **[অথর্ববেদ: ১৪।২।২]**। বেদ একমাত্র শাস্ত্র যেখানে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হিসেবে নারী ঋষিদের উল্লেখ রয়েছে, যেমন **অদিতি, ইন্দ্রাণী, লোপামুদ্রা, অপালা, কদ্রু, বিশ্ববারা, ঘোষা, জুহু, বাক্, পৌলমী, যমী, সাবিত্রী, দেবযানী, নোধা** প্রভৃতি। বেদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের প্রধান শাস্ত্র বা ধমগ্রন্থে নারীদের অবদান পাওয়া যায় না। মনুস্মৃতি ৩/৫৬-এ বলা হয়েছে, "যেখানে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেই সমাজ দিব্য গুণ তথা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যে সমাজে নারীদের যোগ্য সম্মান করা হয় না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়"। বেদে যৌতুক, কন্যাপণ বা দেনমোহরের বিনিময়ে স্বামী বা স্ত্রীকে বিক্রি করার ধারণা নেই। বেদে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহেরও কোনো ধারণা নেই।

৭. সনাতন ধর্মে কি প্রাণী হত্যা বৈধ?

সনাতন ধর্মে প্রতিটি প্রাণী মাত্রেরই সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ সকল জীবকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে **[যজুর্বেদ ৩৬/১৮]**। সনাতন ধর্মে সকল ধরনের প্রাণী হত্যা নিষেধ। 'বেদ'-এ বলা হয়েছে, "গো আদিসহ কোনো পশু কখনো হত্যার যোগ্য নয়" **[যজুর্বেদ ১।১]**। "দ্বিপদী (মনুষ্য ও পক্ষী প্রভৃতি) ও চতুষ্পদী (অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি) উভয়ের রক্ষা করো" **[যজুর্বেদ ১৪।৮]**।

৮. একজন সনাতনী হিসেবে আমাদের প্রতিদিন কি কর্ম করা উচিত?

"যজ্ঞ বৈ শ্রেষ্ঠতম কর্ম" - কর্মের মধ্যে যজ্ঞ হল শ্রেষ্ঠতম কর্ম। অর্থাৎ যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয় এবং শ্রেষ্ঠ তথা কল্যাণকারী কর্মসমূহকে যজ্ঞ বলা হয়। শাস্ত্রে সামগ্রিক এই যজ্ঞ তথা পূণ্য কর্মসমূহকে আমরা পঞ্চমহাযজ্ঞ রূপে বিশেষভাবে দেখতে পাই। **মনুসংহিতার ৩/৭১** এ পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাঃ-- ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, অতিথি যজ্ঞ(নৃযজ্ঞ) এবং পিতৃযজ্ঞ - এই পাঁচ যজ্ঞ সদাসর্বদা যথাশক্তি সকলের করা উচিত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা(জ্ঞান সাধনা) করা এবং ঈশ্বরের উপাসনা করা হল ব্রহ্মযজ্ঞ **[ঋগ্বেদ ১/৬/১]**। পিতা-মাতা ও তৎসমুদয়গণের শ্রদ্ধা পূর্বক সেবা-যত্নাদি প্রসন্নতা বিধান করা হল পিতৃযজ্ঞ **[যজুর্বেদ ২/৩৪]**। অগ্নিহোত্রাদি হোম করাকে দেবযজ্ঞ বলে **[যজুর্বেদ ৩/১]**। প্রকৃতির ভৌত উপাদান তথা ভূমি, জল, বায়ু এবং উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি সকল জীবের সেবা ও প্রযত্ন করা হল ভূতযজ্ঞ **[যজুর্বেদ ১৪/৮]**। অতিথি পূজন তথা গৃহে আসা ধার্মিক ব্যক্তির সেবা বা আতিথিয়েতা করাকে নৃ/অতিথি যজ্ঞ বলে **[অথর্ববেদ ৯/৬/৩ (১-৮)]**।

৯. সনাতন ধর্ম ও বিজ্ঞান।

সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' সকল বিদ্যার প্রেরণা ও আদি উৎস। চিকিৎসা, সমাজবিজ্ঞান, যোগ, রাজনীতি-সবকিছুর মূল উৎপত্তিসূত্র বেদের মধ্যেই নিহিত। আলোহীন চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় **[ঋগ্বেদঃ ৫/৪০/৫]**। শক্তি তার গর্ভরূপ উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে সঞ্চারিত হয় **[ঋগ্বেদঃ ২/১/১৪]**। প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস এই দুইভাবে আমরা দেহে প্রাণশক্তি গ্রহণ ও দূষিত উপাদান বর্জন করি **[অথর্ববেদঃ ৪/১৩/২]**। উদ্ভিদ মূল দ্বারা পুষ্টি উপাদান গ্রহণ ও সূর্যালোকের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে **[ঋগ্বেদঃ ১/১৬৪/৭]**। সূর্য নিজের আকর্ষণ বল দ্বারা আকাশে পৃথিবীকে বন্ধন করে রেখেছে **[ঋগ্বেদঃ ১০/১৪৯/১]**। অথর্ববেদে সমগ্র মানবদেহের সকল অস্থি, অস্থিসন্ধি ও তাদের উৎপত্তির বর্ণনা রয়েছে। **ঋগ্বেদের নাসাদীয় ও হিরণ্যগর্ভাদি সুক্তে [১০/১২৯ ও ১০/১২১] মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা জ্ঞান পাওয়া যায়।**

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়

১. ঐশ্বরিক বাণী বেদেই সর্বপ্রথম দেশকে মাতৃভূমির সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। "হে মাতৃভূমি! আমাকে কল্যাণমার্গে নিযুক্ত রাখো। হে কাব্যময়ী মাতৃভূমি, আমাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে বিবিধ সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধীশ্বর করো" **[অথর্ববেদ ১২।১-৬৩]**। "মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও মাতৃসভ্যতা এই তিন দীপ্তিমান সত্তা আমাদের কল্যাণ দান করেন। তারা আমাদের অন্তঃকরণে স্থায়ীভাবে অবস্থান করুক" **[ঋগ্বেদ ১:১৩/৯]**। নিজের দেশ, সংস্কৃতি, ধর্ম কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না। তাই নিজ দেশে অবস্থান করেই জাতির প্রতি আসা বিপদের মোকাবিলা করতে হবে। পালিয়ে যাওয়া কোনো সমাধান নয়, পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রতি প্রেমের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২. কোথাও অনিরাপদ বোধ করলে সতর্ক হয়ে পাহারা দিতে হবে। প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ ছাড়া উপায় নেই। কোনো দৈবীসত্তার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে চলবে না, বরং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় রক্ষণাত্মকভাবে পাহারা দিতে হবে। সনাতনীরা অহিংসায় বিশ্বাসী। আমরা কখনো কারো ওপর আক্রমণ করবো না। তবে আমরা আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হলে, নিজেদের বাঁচাতে হবে।

৩. ক্ষুদ্র মতভেদ ও সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ঋগ্বেদের শেষ সূক্তে ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে একত্রে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা, ব্যক্তিগত বিরোধ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে সনাতনীদের সবাইকে একত্রিত থাকতে হবে।

৪. সর্বদা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। যদি কোনো হামলা বা আক্রমণের ঘটনা ঘটে, তৎক্ষণাৎ স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে এবং পরবর্তীতে সেই ঘটনার যথাসম্ভব ডকুমেন্টেশন (ছবি, ভিডিও) রাখতে হবে যেন তা "বাংলাদেশ অগ্নিবীর" বা অন্য যেকোনো সনাতনী সংগঠনে পাঠানো যায়।

৬. বেদ ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র, সনাতন ধর্মের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, বৈশ্বিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ও এগুলোর চর্চা করা।

দ্বিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন

গায়ত্রী মন্ত্র

গায়ত্রী মন্ত্রের নামই গুরুমন্ত্র। গায়ত্রী মন্ত্রে পরমাত্মার ধ্যান করতে হবে। গায়ত্রী মন্ত্র আমাদের উপাসনার মূল অংশ। যদি কেউ পুরো উপাসনাবিধি আয়ত্ত নাও করতে পারে, তবুও তার উচিত সর্বদা অন্তত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা-

"ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।।" (যজুর্বেদ ৩৬।৩)

সরলার্থঃ পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখস্বরূপ। জগৎ উৎপাদক দিব্যগুণযুক্ত পরমাত্মার সেই বরণীয় শুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপকে আমরা সদা প্রেম ভক্তিপূর্বক ধ্যান করে নিজেদের আত্মাতে ধারণ করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সকল মন্দ কর্ম থেকে পৃথক করে সর্বদা উত্তম কর্মে প্রবৃত্ত করেন।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা
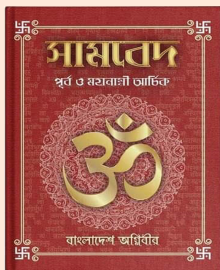
সামবেদ-৬০০ টাকা
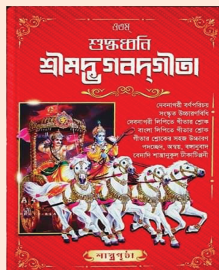
শুদ্ধধ্বনি (শাস্ত্রপৃষ্ঠ) শ্রীমদভগবদ্গীতা-৬০০ টাকা
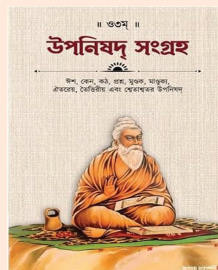
উপনিষদ্ সংগ্রহ-৬০০ টাকা
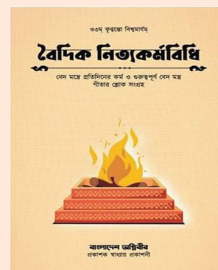
বৈদিক নিত্যকর্মবিধি-৫০ টাকা

আহ্বান-৬০ টাকা
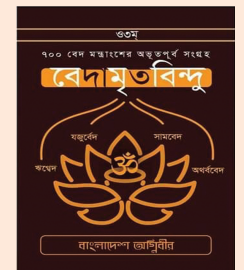
বেদামৃতবিন্দু-৯০ টাকা

ওয়েবসাইটঃ www.agniveerbangla.org, ব্লগঃ www.back2thevedas.blogspot.com
ফেসবুক পেইজঃ www.facebook.com/BangladeshAgniveerofficial
ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/agniveerbangladesh
ইউটিউবঃ www.youtube.com/c/Bangladesh AgniveerOfficial